ষোড়শ অধ্যায়

আবদুন্নবী, নবী বখ্‌শ, আলী বখ্‌শ নাম প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওরঃ

علی بخش – حسین بخش –

عبد النبی وغیرہ نام رکھنا (شرك وكفر ہے) *

–"আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী- ইত্যাদি নাম রাখা শিরক ও কুফর"।(১ম খন্ড-৪০ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্‌ বা ভুল সংশোধনঃ

আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য নাম, যেমন–মুহাম্মদ বখ্‌শ, আহমদ বখ্‌শ, নবী বখ্‌শ, রাসুল বখ্‌শ, আতা মুহাম্মদ, আতা আলী, গোলাম নবী, গোলাম রাসুল, গোলাম জিলানী, গোলাম সাবের- ইত্যাদি নাম রাখা নিঃসন্দেহে জায়েজ। এগুলোকে শিরক ও কুফর বলা শুধু মিথ্যাই নয়, বরং শরীয়তের উপর মিথ্যা অপবাদও বটে। এসব নামকে শিরক বলে শুধু আল্লাহর বান্দাদেরকেই মুশরিক বানানো হয়নি; বরং আল্লাহকেও মুশরিক বানানো হয়েছে। কেননা, আব্‌দ বা বান্দা শব্দটির সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজের সাথে যেমন ব্যবহার করেছেন, অনুরূপভাবে অন্যের সাথেও ব্যবহার করেছেন। নিম্নে কোরআন ও হাদীস থেকে কয়েকটি প্রমাণ পেশ করা হলোঃ

www.sunnibarta.com

১নং দলীলঃ

মানুষের দাস-দাসীর বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেনঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ *

"তোমাদের বিধবা নারী এবং তোমাদের উপযুক্ত আব্‌দ বা বান্দা-বান্দীদের বিবাহের ব্যবস্থা করো"। সুরা নূর আয়াত নং ৩২।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ক্রীতদাস-দাসীকে "তোমাদের বান্দা-বান্দী" বলেছেন। অথচ এরা আল্লাহরও বান্দা এবং বান্দী। সুতরাং "আবদুন্‌" শব্দটির প্রয়োগ যেমন আল্লাহর সাথে হতে পারে, তেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথেও হতে পারে। কাজেই "আবদুল্লাহ" বলা যেমন জায়েজ; তদ্রূপ "আবদুন্নবী" বলাও জায়েজ। অনুরূপভাবে আব্‌দে ওমর, আব্‌দে যায়েদ, আব্‌দে বকর ইত্যাদি বলাও জায়েজ।

www.sunnibarta.com

২নং দলীলঃ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে নবীজীর বান্দা বলেছেনঃ

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ *

হে প্রিয় নবী! আপনি এভাবে ঘোষণা দিন-"হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো অর্থাৎ গুনাহ করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়োনা"। সুরা যুমার ২৪ পারা আয়াত নং ৫৩। -(বয়ানুল কুরআন)

উক্ত আয়াতে يَا عِبَادِىَ আহবানটি রাসুলুল্লাহর। আহ্‌বানকারী হচ্ছেন স্বয়ং নবী করিম(দঃ)। উক্ত সম্বোধনের নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ্‌ তায়ালা قُلْ শব্দ দ্বারা। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ইহাকে (ইয়া ইবাদী) مَقُوْلَهٗ বলা হয়। عِبَادِىَ শব্দটির মধ্যে ىَ হরফটিকে يَائِے نِسْبَتِىْ বলা হয়-যার সম্পর্ক রাসুলের সাথে। عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ এর বহুবচন। عَبْدٌ অর্থ বান্দা, গোলাম, অনুগামী, অনুসারী, অনুগত ইত্যাদি। এই আয়াতে বান্দা অর্থে রাসুলের অনুগত উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আমরা সকল মোমেনগণ রাসুলের অনুগত বান্দা। অতএব আবদুন্নবী বা আবদুর রাসুল বলা বা নাম রাখা সম্পূর্ণ বৈধ। ইহা কোরআনেরই ভাষ্য। মাওলানা থানবীর পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মককী সাহেব স্বীয় কিতাব "শামায়েমে এমদাদিয়া" ১৩৫ পৃষ্ঠায় বলেনঃ

"عِبَادُ اللّٰه كو عِبَادُ الرَّسُوْل كه سكتے ہيں"

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদেরকে রাসুলের বান্দাও বলা যায়, কেননা কোরআনে এসেছে

قُلْ يَا عِبَادِىَ

মসনবী শরীফকে ফারছী কুরআনও বলা হয়ে থাকে। কেননা কুরআনের সারমর্ম উক্ত মসনবীর মাধ্যমে বয়ান করা হয়েছে। সুরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতের সারমর্ম তিনি (রুমী) তাঁর কাব্যে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেনঃ

بندهٔ خود خو اند احمد در رشاد

جمله عالم را بخواں قل یا عباد -*

অর্থঃ নবী আহমদ মোজতবা(দঃ) সমগ্র বিশ্বকে নিজের বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ- তুমি কুরআন মজিদের "কুল ইয়া ইবাদী" আয়াতটি পাঠ করে দেখো"। (মসনবী শরীফ)।

www.sunnibarta.com

৩নং দলীলঃ

"আবদুন্নবী"সম্পর্কে স্বয়ং ওমর(রাঃ)-এর উক্তি ফতুহুশশাম, আমালী, তারিখে ইবনে আসাকীর, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর ইজালাতুল খাফা ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত ছায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

"হযরত ছায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) বলেন–আমিরুল মোমেনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর খেলাফতের শুরুতে সাহাবায়ে কেরামের মজলিশে এক ভাষণে বলেছিলেন যে, "আমি জানতে পেরেছি যে, কোন কোন লোক আমার কঠোরতাকে ভয় পাচ্ছে এবং পরস্পর বলাবলি করছে–ওমর রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্তমানে এবং আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে- যখন তিনি শাসক ছিলেন না, তখনও কঠোরতা করতেন। আর এখনতো তিনি শাসক। না জানি কি করেন। তোমরা ঠিকই বলেছো। তবে আমি তো ছিলাম রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বান্দা এবং খাদেম।

"كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهٗ وَخَادِمَهٗ *

"আমি রাসুলুল্লাহ(দঃ)-এর সাথেই ছিলাম। তবে আমি ছিলাম তাঁর আব্‌দ, বান্দা এবং খাদেম"। এর বেশী কিছু নই।

উক্ত স্বীকৃতিমূলক বর্ণনায় عَبْدَهٗ হুজুরের বান্দা শব্দটিই আলোচ্য বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য। এখানে হযরত ওমর নিজেকে আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল ও আবদুল মোস্তফা ইত্যাদি বলে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং যে কেউ আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল নাম রাখতে পারে।

www.sunnibarta.com

৪নং দলীলঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক(রাঃ) চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে হযরত বেলাল(রাঃ)কে তাঁর মনিব উমাইয়া ইবনে খলফ থেকে খরিদ করে উভয়ে রাসুলে পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী হযরত বেলালকে মুক্ত দেখে কেঁদে ফেললেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক নিজেকে এবং বেলালকে কি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন– মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী(রহঃ) মসনবী শরীফে কাব্যের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবেঃ

"گفت ما او بندگان کوئے تو–

کردمش آزاد ہم بر روئے تو*

"ইয়া রাসুলাল্লাহ(দঃ)! আমি ও বেলাল উভয়েই আপনার দরবারের দু'জন বান্দা। আমি বেলালকে আপনার খেদমতের জন্য ও আপনার রেজামন্দির জন্য আযাদ করে

www.sunnibarta.com

দিলাম"। এখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজেকে এবং হযরত বেলাল (রাঃ)কে হুজুরের বান্দা বলে স্বীকার করেছেন। অথচ থানবী সাহেব এটাকেই শিরক বলছেন। (নাউজুবিল্লাহ)।

৫নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম সহ অপর চারটি হাদীস গ্রন্থে নবী করিম(দঃ) ক্রীতদাসকে মালিকের "আব্‌দুহু" বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবেঃ

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهٖ وَلَافَرَسِهٖ صَدَقَةٌ - رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَالْاَرْبَعَةُ -

"নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেন–কোন মুসলমানের উপর তার আব্‌দ বা গোলাম এবং আরোহণের কাজে ব্যবহৃত ঘোড়ার জাকাত নেই"। (বুখারী, মুসলিম ও অন্য ৪ কিতাব)।

উক্ত হাদীসে আব্‌দ বা গোলামের সম্পর্ক মালিকের সাথে করে নবীজী আব্‌দে ওমর, আব্‌দে বকর ইত্যাদি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং "আবদুন" শব্দের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে যেমন জায়েজ, তেমনিভাবে অন্যের সাথেও জায়েজ।

৬নং দলীলঃ

আরবীতে আব্‌দুন (عَبْدٌ) শব্দটি গোলাম, ক্রীতদাস, সেবক, খাদেম, অনুগত-ইত্যাদি অর্থে বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে। বেচা-কেনার ক্ষেত্রে আবদুন (عَبْدٌ) শব্দটি তিন অর্থে ফেকাহর কিতাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গোলাম তিন প্রকারের। যথাঃ

(ক) عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ স্থায়ী ক্রীতদাস (খ) عَبْدٌ مُكَاتَبٌ বা চুক্তিবদ্ধ অস্থায়ী গোলাম (গ) عَبْدٌ مُدَبَّرٌ বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মুক্তির চুক্তিবদ্ধ গোলাম। হেদায়া গ্রন্থে এই তিন প্রকারের গোলাম বা "আবদুন" বেচা কেনার একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে। সেখানে مَنْ بَاعَ عَبْدَهٗ অথবা كَاتَبَ عَبْدَهٗ অথবা بَرَّ عَبْدَهٗ শব্দগুলো দ্বারা অমুকের আব্‌দ বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়াও যে অন্যের আব্‌দ হতে পারে– তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে সাহাবা, তাবেয়ী ও মোজতাহীদগণের ব্যবহৃত শব্দ মালার মধ্যে। সুতরাং আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল নাম রাখা বা বলা অতি উত্তমভাবেই প্রমাণিত হলো।

ওহাবীদের সন্দেহ খন্ডনঃ

ওহাবী সম্প্রদায় উপরের আবদুন্নবী, আবদুর রাসুল, আব্‌দে বকর, আব্‌দে ওমর ইত্যাদি নামের স্বপক্ষের কোন দলীল উল্লেখ না করেই কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে তার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐ নামগুলো না জায়েজ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। তাদের ঐ সব অপব্যাখ্যার সঠিক জবাব নিম্নে পেশ করা হলো।

www.sunnibarta.com

১ম সন্দেহঃ

সুন্নীদের মতে, আবদুন (عَبْدٌ) অর্থ আবেদ বা ইবাদতকারী। সুতরাং আবদুন্নবী নামের অর্থ হবে নবীর ইবাদতকারী। এটা স্পষ্ট শিরক।

জবাবঃ

عَبْدٌ (আবদুন) অর্থ যেমন আবেদ বা ইবাদতকারী হয়, তেমনিভাবে গোলাম বা খাদেম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যখন আল্লাহর নামের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন অর্থ হবে ইবাদতকারী। যেমন আবদুর রহমান। আর যখন গাইরুল্লাহ বা মানুষের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন অর্থ হবে খাদেম বা গোলাম। যেমন আবদুন্ নবী বা আবদুর রাসুল। হযরত ওমর (রাঃ) শেষোক্ত অর্থেই নিজেকে عَبْدٌ বা নবীর গোলাম বলে পরিচয় দিয়েছেন– যা ৩নং দলীলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি আল্লাহর কোন কোন সিফাতী নামে নাম রাখাও জায়েজ। যেমন আলমগীরী কিতাবে উল্লেখ আছেঃ

وَالتَّسْمِيَةُ بِاسْمٍ يُوْجَدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى جَائِزَةٌ كَالْعَلِىِّ وَالرَّشِيْدِ وَالْبَدِيْعِ لِاَنَّهٗ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيُرَادُ فِىْ حَقِّ الْعِبَادِ مَالَا يُرَادُ فِىْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذَا فِى السِّرَاجِيَّةِ.

(عَالَمْگِيْرِيْ كِتَابُ الْكَرَاهِيَّةِ بَابُ تَسْمِيَةِ الْاَوْلَادِ) *

অর্থঃ "যেসব সিফাতি নাম কোরআন মজিদে পাওয়া যায়, ঐসব নাম সরাসরি রাখা জায়েজ। যেমন আলী, রশিদ, বদি, ইত্যাদি। কেননা এসব নাম দ্বিত্ব অর্থবোধক। আল্লাহর ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হবে–সে অর্থে বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবেনা। নাম একই থাকবে, কিন্তু অর্থের মধ্যে পার্থক্য হবে। ছেরাজিয়া গ্রন্থে এরূপই মত প্রকাশ করেছেন ইমামগণ"। (আলমগিরী কিতাবুল কারাহিয়াত বাবু তাছমিয়াতুল আওলাদ)।

আলমগিরীর উপরোক্ত ফতোয়ার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আলী, রশিদ, বদি, ইত্যাদি যেমন আল্লাহর নাম, তেমনিভাবে বান্দার নামও হতে পারে। তবে আল্লাহর ক্ষেত্রে অর্থ হবে এক রকম এবং বান্দার বেলায় অর্থ হবে অন্যরকম। অনুরূপভাবে "আবদুল্লাহ" (عَبْدُ اللّٰهِ) অর্থ আল্লাহর ইবাদতকারী, আর "আবদুন্নবী" (عَبْدُ النَّبِىِّ) অর্থ হবে নবীজীর খাদেম ও গোলাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে مِنْ عِبَادِكُمْ (মিন ইবাদিকুম) শব্দটি "তোমাদের গোলাম" অর্থে ব্যবহার করেছেন। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ তো স্বয়ং আল্লাহরই ফয়সালা। এর উপর কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় সন্দেহঃ

ওহাবী সম্প্রদায় দ্বিতীয় সন্দেহ সৃষ্টি করেছে একটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে। হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

www.sunnibarta.com

لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اَمَاءُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ وَجَارِيَتِىْ (مِشْكٰوةُ-بَابُ الْاَدَبِ الْاَسَامِىْ، وَ مُسْلِمٌ-كِتَابُ الْاَلْفَاظِ مِنَ الْاَدَبِ)

অর্থঃ নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ যেন নিজের দাস-দাসীকে "আব্‌দী ও আমাতী"– "আমার আব্‌দ ও আমার আমাত" বলে সম্বোধন না করে। তোমরা প্রত্যেক পুরুষই আল্লাহর আব্‌দ এবং প্রত্যেক নারীই আল্লাহর আমাত। বরঞ্চ এভাবে বলবে–"আমার গোলাম বা আমার জারিয়া"। (মিশকাত- বাবুল আদব আল-আছ্‌মা এবং মুসলিম- কিতাবুল আলফাজ মিনাল আদব)।

ওহাবীগণ উপরোক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে এভাবে عَبْدٌ "আবদুন" শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের সাথে ব্যবহার করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সেহেতু "আবদুন্ নবী" নাম রাখাও হারাম এবং নিষিদ্ধ।

জবাবঃ

মিশকাত ও মুসলিম শরীফে "নামের আদব" অধ্যায়ে বা শিরোনামে হাদীস খানা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐভাবে নাম রাখা আদবের খেলাফ। কিন্তু নিষেধ নয়। নবী করিম (দঃ) শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রেখেই "আবদী ও আমাতী" বলে সম্বোধন করতে বারণ করেছেন। এই বারণ "শিষ্টাচারমূলক"। ৩নং দলীলে হযরত ওমর (রাঃ) নিজেকে নবীর আব্‌দ বলে পরিচয় দিয়েছেন। যদি নিষেধ হতো তাহলে হযরত ওমর (রাঃ) ঐরূপ বলতেন না। মোদ্দা কথা–"আবদী ও আমাতী" বলে সম্বোধন করা মাক্‌রূহ্ তান্‌জিহী হবে– কিন্তু হারাম হবে না। আল্লামা নবভী (মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

"فَاِنْ قِيْلَ قَدْ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ "اَنْ تَلِدَالْاَمَةُ رَبَّتَهَا" فَالْجَوَابُ مِنْ وَّجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْحَدِيْثَ الثَّانِىَ (اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا) لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاَنَّ النَّهْىَ فِىْ الْاَوَّلِ (لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ) لِلْاَدَبِ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِ لَالِلتَّحْرِيْمِ – *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়ে তো অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, আন্ তালিদাল আমাতু রাব্বাতাহা?–"যখন আমাত বা বাঁদী প্রসব করবে তার মনিবকে" তখন কেয়ামত হবে। এই দ্বিতীয় হাদীসে "আমাত" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অথচ আলোচ্য প্রথম হাদীসে "আমাতী" শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর সমাধান কি? এর সমাধান হচ্ছে–দ্বিতীয় হাদীসে "আমাতী"বলা জায়েজ হওয়ার প্রমাণবহ এবং প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে- "আমাতী" না বলাই উত্তম। বললে মকরূহ তানজিহী হবে–কিন্তু হারাম হবে না।

আল্লামা নবভীর ব্যাখ্যার পর ওহাবী সম্প্রদায়ের মনগড়া অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। তারা হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন ইমাম বা মুজতাহিদের উদ্ধৃতি দেয় না। ফলে জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এটাই তাদের সুক্ষ্ম কৌশল। আল্লামা শামীর এক ওস্তাদের নাম ছিল আবদুন্নবী। তিনি মুজতাহিদ শ্রেণীভূক্ত ইমাম ছিলেন। যদি এই নাম শিরক হতো–তাহলে তিনি নিজেই নিজের নাম পরিবর্তন করতেন। আল্লামা শামী তাঁর ওস্তাদের নাম এভাবে বলেছেনঃ

فَإِنِّي أَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ عَبْدُ النَّبِيِّ الْخَلِيلِيِّ *

"আমি আমার ওস্তাদ আবদুন্নবী খলিলীর নিকট থেকে এলেম শিক্ষা করেছি ও সনদ নিয়েছি"। দেখা যাচ্ছে- আল্লামা শামীও এই নাম সমর্থন করেছেন।

৭নং দলীলঃ

আলী বখ্‌শ, নবী বখশ- ইত্যাদি নাম রাখা শিরক তো দূরের কথা–এমনকি মাকরূহও নয়। কোরআন মজিদে হযরত ইছা আলাইহিস সাল্লামকে 'জিব্রাইল বখ্‌শ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا *

অর্থঃ "হে মরিয়ম। আমি (জিব্রাইল আঃ) তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান বখ্‌শিষ করতে খোদার পক্ষ হতে এসেছি"। সুরা মরিয়ম আয়াত নং ১৯।

উক্ত আয়াতে হযরত ইছা (আঃ)কে জিব্রাইলের দান বলে উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, কারও অলৌকিক কারামতে বা দোয়ার বরকতে সন্তান হলে অমুকের দান বা বখশিষ বলা জায়েজ আছে। আরবীতে এধরনের কথাগুলোকে মাজাজে আক্‌লী مَجَازٌ عَقْلِيٌّ বলা হয় এবং এটা বৈধ। এটা অছিলার বা কার্য্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত। নবী বখ্‌শ, রাসুল বখ্‌শ- অর্থ রাসুলের উছিলায় প্রাপ্ত সন্তান। অনুরূপভাবে আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ- অর্থ হযরত আলী ও ইমাম হোসাইনের উছিলায় প্রাপ্ত সন্তান। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এসব নাম রাখা জায়েজ। যেমনঃ আলী বখ্‌শ, রাসুল বখ্‌শ, আতা মোহাম্মদ, নবী বখ্‌শ, খোদা বখ্‌শ ইত্যাদি।

www.sunnibarta.com

একটি মজার ঘটনাঃ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (ওহাবী) ছিলেন সকল দেওবন্দী ওলামাদের প্রথম কাতারের কুতুব। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

পিতৃবংশঃ

মাওলানা রশিদ আহমদ ইবনে মাওলানা হেদায়েত আহমদ ইবনে কাজী পীর বখ্‌শ ইবনে গোলাম হাসান ইবনে গোলাম আলী।

মাতৃবংশঃ

মাওলানা রশিদ আহমদ ইবনে কারীমুন্নেছা বিনতে ফরিদ বখ্‌শ ইবনে গোলাম কাদির ইবনে মুহাম্মদ সালেহ্‌ ইবনে গোলাম মোহাম্মদ। (তাজকিরাতুর রশিদ ১ম খন্ড ১৩ পৃষ্ঠা)।

উক্ত বংশ তালিকায় দেখা যায়– রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর দাদার নাম পীর বখ্‌শ, দাদার পিতার নাম গোলাম হাসান এবং প্র পিতার নাম গোলাম আলী। মাতৃবংশে দেখা যায়– নানার নাম ফরিদ বখ্‌শ, নানার পিতার নাম গোলাম কাদির, তার দাদার নাম গোলাম মোহাম্মদ।

আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর পিতৃ ও মাতৃ পুরুষদের তিনজন করে মোট ছয়জন মুশরিক ছিলেন। ছয়জন মুশরিকের খান্দানে জন্ম গ্রহণ করে রশীদ আহমদ গাঙ্গহী কি করে মুসলমান ও হালাল জাদা হলেন– তা দেওবন্দী ওলামাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা। দয়া করে তারা জবাব দেবেন কি?

www.sunnibarta.com